তারাশঙ্করের

কবি

চিত্র-মায়ার নিবেদন

কবি

কাহিনী, সংলাপ ও গীত-রচনায় : **শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

● প্রযোজনা চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা : **দেবকীকুমার বসু** ●

সুর-সংযোজনায় : অনিল বাগ্‌চী   আলোক-চিত্রায়ণে : ধীরেন দে

শব্দানুলেখনে : নৃপেন্দ্র পাল   শিল্প-নির্দেশনায় : শুভো মুখো:

ব্যবস্থাপনায় : নীরদ সেন   নৃত্য-পরিকল্পনায় : প্রহ্লাদ দাস

● প্রচার-পরিচালনায় : সুধীরেন্দ্র সান্যাল ●

রূপ-সজ্জায় : গোষ্ঠ দাস   সাজ-সজ্জায় : গোবিন্দ পাল

আলোক-সজ্জায় : গোপাল, প্রভাকর ও রাধামোহন।

সম্পাদনায় : রবীন দাস।   রসায়ণগার-শিল্পে : ধীরেন দে।

সহকারী : লালমোহন ঘোষ, সুধীর ঘোষাল, চণ্ডী শীল

এবং বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ্ লিমিটেড : কলিকাতা

প্রধান ভূমিকায় :

রবীন মজুমদার, অনুভা গুপ্তা

নীতীশ মুখোপাধ্যায়, নীলিমা দাস

নিভাননী, রেবা দেবী, রাজলক্ষ্মী, বেলা, শংকরী, মেনকা, তুলসী চক্রবর্তী,
আশু বসু, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, গোকুল মুখোপাধ্যায়, কুমার মিত্র,
হরিধন মুখোপাধ্যায়, তপেন মিত্র, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, মণ্টু মুখোপাধ্যায়,
মুকুল, ননীদুলাল, হরিসাধন চক্রবর্তী।

● **পরিচালন-সহকারীতায়** ●

বিজলীবরণ সেন, প্রবোধ বসু, বৈদ্যনাথ মজুমদার, কুমার ঘোষ, সুকুমার ঘোষ,
কণকবরণ সেন ও বেণু দাস।

সহকারীগণ :

সুর-শিল্পে : সুশান্ত লাহিড়ী। শিল্প-নির্দেশে : অনিল পাইন। চিত্র-শিল্পে : মলয় রায়। শব্দানুলেখনে : ইন্দু অধিকারী। ব্যবস্থাপনায় : বীরেন মুখোপাধ্যায়। মৃদুল বন্দ্যো:। রূপ-সজ্জায় : গণেশ। সম্পাদনায় : নানা বসু ও মধুসূদন বন্দ্যো:।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কে, এফ্, রেলওয়েজ এবং জি, কে, কন্‌ট্রাক্‌সন্স লি:

স্থির-চিত্র-গ্রহণে : ষ্টিল ফটো সার্ভিস্

প্রচার-চিত্র-পরিবেশনে : শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ষ্টুডিও মিতা।

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ

কাহিনী

চণ্ডীতলার মেলায় কবিগানের আসর। কিন্তু এক পক্ষের দেখা নেই। ওরা সব সরে পড়েছে বায়নার টাকা না পেয়ে। চঞ্চল সবাই আরো চঞ্চল হোলো। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলে—বিখ্যাত কবিয়াল মহাদেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে গান গাইতে পারবে সে পাবে রূপোর মেডেল। আসরে নামলো নিতাইচরন। জনতার চাঞ্চল্য বিস্ময়ে রূপান্তরিত হোলো। দৈত্যকুলে জন্মেছিলো প্রহ্লাদ প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে। তেমনি জন্মেছিলো নিতাইচরন রাড়দেশের চণ্ডীতলা গ্রামে দুর্দ্ধর্ষ চোর ডাকাত ঠ্যাঙাড়ে বীর বংশী ডোম বংশে। ছেলেবেলা থেকেই সে স্বভাব কবি, প্রেরণা পেলে কবি গানের আসরে কবিয়ালদের প্রতিভায়। মুখে মুখে সে গান বাঁধে। মহাদেব কবিয়াল তাকে দেখে হেসে অস্থির। মর্মরিত ব্যঙ্গে কটুক্তিতে তাকে আহ্বান করে হাত তুলে গালা-গাল দিয়ে সে গান গাইলো। কিন্তু নিতাইয়ের পালা যখন এলো সে ধরলো ভালবাসার সুর। হার মানলো সে। পরাজয় স্বীকার করে জয় করলো সবার হৃদয়। জয়ের মালা পেলো ঠাকুর ঝির কাছ থেকে—মেলায় কেনা কাগজের ফুলের মালা। ঠাকুর ঝি নিতাইয়ের বন্ধু রাজন মুচির শ্যালিকা। পাশের গাঁয়ে তার শ্বশুর বাড়ি। এ গাঁয়ে আসে দুধ বেচতে। দিগন্তে রেললাইনের ওপারে রজনী গন্ধার ডাঁটার মতো দীঘল কালো একটি রেখায় যখন সে রেখায়িত হয়ে ওঠে আর মাথার ওপর মাজা চকচকে পেতলের দুধের ঘটিতে দুপুরের সোনালী রোদ ঝিকমিকিয়ে ওঠে, এখানে কৃষ্ণচূড়ার নীচে তার জন্য নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে নিতাইচরন। তার গানের জন্যে ঠাকুরঝির মনে জমে থাকে মুগ্ধ ব্যকুলতা। সে দুধের যোগান দেয় নিতাইকে। বন্ধু রাজনের বাড়িতে চায়ের আসর বসে। ঠাকুরঝি তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সেখানে, আর কবিয়ালের গান শোনে। নিতাইয়ের কবিয়াল খ্যাতিতে ক্রুদ্ধ হোলো তার স্বজাতীয় আত্মীয় স্বজন। মহাদেব কবিয়ালের হাত তুলে তাদের গালাগাল দেওয়াতে তারা অপমানিত, ক্ষুব্ধ। কিন্তু নিতাই-চরন তাদের কথা রাখলোনা। কবিগান সে ছাড়তে পারবে না। জাতিচ্যুত হয়ে সে উঠে এসে আশ্রয় নিলো তার বন্ধু রাজনের কাছে। রাজন স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর সেই স্টেশনেই কুলীগিরি করতো নিতাইচরন। কিন্তু এই হীন কাজে তার মতি রইলো না। তার কবিয়াল খ্যাতি যখন ছড়িয়ে পড়লো, কিছু ব্যঙ্গে কিছু প্রশংসায় তার মনে হোলো কুলীগিরি আর সাজে না। কবিগান করেই জীবিকা নির্বাহের সংকল্প নিলো সে। নিষ্ঠুর

দারিদ্র্যের আঘাত মাঝে মাঝে তার মনকে অবসন্ন করে তোলে। তাকে সান্ত্বনা দেয় ঠাকুরঝি, উৎসাহ দেয় রাজন। তারপর একদিন সত্যি সত্যিই ডাক পড়লো রসিক সমাজে। কবিগানের বায়না এলো তার কাছে। সে গেল — তারপর ফিরে এলো বিজয়ী হয়ে। পায়ে তার নতুন জুতো, গলায় চাদর। অবাক ঠাকুরঝিকে অবাকতর করে তার গলায় নিতাই পরিয়ে দিলো একছড়া কেমিকেলের হার। …… বহুদিন থেকেই দৈনিক একপোয়া দুধের হিসেব না পাওয়া শাশুড়ি হার দেখে ব্যাকুল হোলো…….

কলঙ্কের গঞ্জনায় জর্জরিত করলো ঠাকুরঝিকে নিষ্ঠুর ক্রূরতায়। ঠাকুরঝি সে কলঙ্ক গায়ে মাখলো না। কিন্তু তার সে ভালোবাসার আত্মবিশ্বাস বেশীদিন রইলো না। ঝড়ের মেঘ এলো ঘনিয়ে। গাঁয়ে এলো এক ঝুমুরের দল। তাদের সেরা মেয়ে বসন্। অদ্ভুত এক দহন তার মনে — যার আঁচ লাগে যারা তার সান্নিধ্যে আসে তাদের মনেও। কথায় তার ক্ষুরের ধার, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, ক্ষীণ কৃশতনু মেয়ে সে — জ্বলন্ত আগুনের ফুলকির মতো। ঝুমুর-গানের আসর বসলো কর্মক্লান্ত দিনান্ত উৎসাহে। সেই আসরে দ্বন্দ্ব লেগে গেল বসনের সঙ্গে নিতাই চরণের। বসন্তের অপমান — ঝগড়াটিকা করে নিয়ে নিতাই চলে এলো, কিন্তু এসে দেখে বসনও তাকে ছাড়ে না। দেহ-লালসাতুর মধুকরদের এড়ানোর জন্যে গায়ে জ্বর নিয়ে সে আশ্রয় নিলো নিতাইয়ের ঘরে। নিতাই তাকে দিলো সস্নেহে আশ্রয়। আর ঠাকুরঝি সব দেখলো — তার নিজের চোখ দিয়ে, যে চোখ দিয়ে প্রত্যেক মেয়েই তার প্রেমাস্পদকে আশ্রয় দিতে দেখে অন্য মেয়েকে। জানালা দিয়ে নিতাইয়ের দেওয়া হার ছড়াটা ঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে পালিয়ে গেল। ঝুমুরের দল চলে গেল তারপর দিন তাদের নিজের পথে। উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল সে। গান গেয়ে কেঁদে মাথা খুঁড়ে সে অস্থির হয়ে উঠলো।…….. তারপর কথায় কথায় জানাজানি হয়ে গেল কবিয়ালের প্রতি তার আকর্ষণ; নির্জনে কৃষ্ণচূড়ার তলায় তাদের নিভৃত গল্প করা।

রাজনের স্ত্রী মুখরা 'রানী' এসে গালাগাল দিলো তাকে, নিষ্ঠুর অভিযোগের শক্তি পেল হারলো নারী সুলভ যুক্তিহীনতায়। রাজন বল্লে ঠাকুরঝিকে বিয়ে করবে তুমি? আমি ব্যবস্থা করে দিই……… আর এমনি সময় আলিপুরের মেলা থেকে লোক এলো। তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই ঝুমুরের দল। তাদের দলের কবিয়াল পালিয়েছে। তারা নিরুপায়। আর তাকে স্মরণ করেছে বসন। নিতাই-কবিয়ালের গান না হোলে বসনের এর নাচের কোনো মর্যাদা থাকবে না সে মেলার বায়নায়।….. দ্বন্দ্ব জাগলো কবিয়ালের মনে। একদিকে তার দেহাতীত স্নিগ্ধ প্রেমের স্নিগ্ধ পরিবেশ যা পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিলো তার প্রতিভার আত্মপ্রকাশের সঙ্গে……… অন্যদিকে তার প্রতিভার বিমুগ্ধ স্বীকৃতিতে জয় যাত্রার ডাক এলো দেহবিলাসিনীর প্রচ্ছন্ন আত্মসমর্পণে — কোন পথ বেছে নেবে নিতাইচরণ, চণ্ডীতলার সে অখ্যাত কবিয়াল? গান মনে এলো গুনগুনিয়ে। এই হার-না-মানা গান গলায় নিয়ে যে পাগল কবিয়াল বেরিয়েছিলো পথে তার চোখে একি বসন্তের আগুন না কৃষ্ণচূড়ার তলায় দেখা সেইকালো মেয়ের স্বপ্ন………..

সঙ্গীত

—এক—

নিতাই। ও আমার মনের মানুষ গো,
তোমার লাগি পথের ধারে
বাঁধিলাম ঘর।

ঠাকুরঝি। ও আমার মনের মানুষ গো,
তোমার লাগি পথের ধারে
বাঁধিলাম ঘর।

নিতাই। ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি
তোমার নিশানা—
আমায় হেথায় টানে নিরন্তর।
ও আমার মনের মানুষ গো।

★ ★ ★

—দুই—

কবিয়াল :—
সুবুদ্ধি ডোমের পোষের কুবুদ্ধি ঘটিল
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল।
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর,
কর্তা বাবা ঠ্যাঙ্গাড়ে,
মাতামহ ডাকাত বেটার, দ্বীপান্তরে মরে।
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই,
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর চিংড়ির পোণা রুই!

দোয়ারগণ :—
অল্পজলই ভাল চিংড়ির—বেশী জলে যাস্‌নে।

কবিয়াল :—
আস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে যাবার
আশা গো!

দোয়ারগণ :—
ফরাৎ করে উড়্‌লো পাতা—
স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!

কবিয়াল :—
হায়রে কলি—কিই বা বলি—
গরুড় হবেন মশা গো—
স্বগ্‌গে যাবার আশা গো॥

কবিয়াল :—
ডোম বেটা ডোম মশায় শুদ্ধ ভাষায় রাজবংশী,
চামচিকে যেমন চর্ম্মচিকা, পাতিহাঁস রাজহংসী!
কটাশ কামড় চটাস্ চাপড় গয়া পেলেন মশা,
ওরে বেটা মশা কবি তোর হবে সেই দশা!

—তিন—

নিতাই : হুজুর—ভদ্দ পঞ্চজন, রয়েছেন যখন,
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি, জানি, জানি।
ওস্তাদ তুমি বাপের সমান
তোমায় করি মান্য—
তুমি মোরে দিচ্ছ গাল ধন্য তুমি ধন্য।

তোমার হয়েছে ভীমরথি—
আমার কিন্তু আছে ভক্তি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব কোন ভয় করিনে।
আমি মশা তুমি গরুড় তোমারে সেলাম
তবু আমি বলছি তোমায় তুমি যে গোলাম।
বিষ্ণুর বাহন হলেও তুমি, গোলামী তোমার পেশা
কারুর অধীন নইকো আমি—আমি ছোট্ট মশা।
যখন খুসী হাসি কাঁদি. নাচি তাধীন ধীন,—
আমি নাচি তাধীন ধীন্।

—চার—

ভালবেসে এই বুঝেছি,—
সুখের সার সে চোখের জলেরে,
তুমি হাস আমি কাঁদি,
বাঁশী বাজুক কদম তলেরে।

আমি নিরাসব কলংক,
তুমি হবে আমার রাজা।
হার মানিব, দুলিয়ে দিয়ে
জয়ের মালা তোমার গলেরে।
ভালবেসে এই বুঝেছি।
আমার ভালবাসার ধনে হবে
তোমার চরণ পূজা,
তোমার চোখের আগুন যেন
বুকে আমার প্রদীপ জ্বালেরে!
ভালবেসে এই বুঝেছি।

—পাঁচ—

কাল যদি মন্দ তবে
কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?
কাল কেশে রাঙ্গা কোসম
হেরেছ কি নয়নে?

—ছয়—

আহা রাঙ্গা বরণ সিমুল-ফুলের
বাহার শুধুই সার!
যারে সখী বাহার দেখে যা।
শুধুই রাঙ্গা ছটা, মধু নাই এক ফোঁটা,
গাছের অঙ্গে কাঁটা খরধার।
মন-ভোম্‌রা যাস্‌নে পাশে তার।

—সাত—

করিল কে ভুল হায়রে!
মন-মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা 'কেয়াফুল'।
যেন কেয়াফুল হায়রে!
করিল কে ভুল হায়রে—

—আট—

চাঁদ তুমি আকাশে থাক,
আমি তোমায় দেখবো খালি!
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে চাঁদ,—
ছুঁলে সোনার অংগে লাগবে কালি।
তাই চলেছি দেশান্তরে,
আঁধার দেশে ফিরবো ঘুরে,
ষোল কলায় তুমি বাড়ো,
জ্যোস্না-ধারা ঢালো খালি—
আমি তোমায় দেখব খালি।

—নয়—

পুঃ। ছি ছি ছি চন্দ্রাবলী!
মাকাল ফলের বাহার খালি,—
কাকে শুধু আহার করে,
ছোঁয়না কোন পাখীতে।
স্ত্রী। কাঁচে গেরো দিলি কালা,
সোনা মাণিক থাকিতে!
মরিলি মরিলি হায় গ্রহের ফাঁকিতে।
ও তোর মুখে আগুণ—তোর মুখে আগুণ!
পুঃ। হায় কালাচাঁদ, হায় হায় হায়রে!
হায় কালাচাঁদ, বদ্যি দেখাও,
দোষ হয়েছে আঁখিতে।
স্ত্রী। তোরা নুড়ো জ্বেলেদে,
টিকেয় আগুণ দিয়ে তোরা
তামুক খেয়ে লে।

তোরা নুড়ো জ্বেলেদে।
ও তোর মুখে আগুণ, তোর মুখে আগুণ,
তোর মুখে আগুণ।

* ইহা ছাড়াও বাণী-চিত্রে অপর কয়েকটি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কবিয়ালের কবি প্রতিভায়—ছেদ এনেছিল তার আর্থিক অনসঙ্গতি—মুদির দোকানে তার ধার, পয়সার অভাবে চা খাওয়া তার বন্ধ—তারপরে এল—বন্ধুর হাত এগিয়ে—রাজন পয়েণ্টস্‌ম্যান তার অর্থসঙ্গতি নিয়ে; কবির অনুকূলে ক'রল—"সিগন্যাল ডাউন"

অর্থই সব। পারিবারিক জীবনেও অর্থবৃদ্ধির সহায়তা ক'রতে, আপনাকে সাহায্য নিতেই হবে,—এই প্রতিষ্ঠানের—

সব কথা জানতে হলে আজই চিঠি লিখুন :

ইনভেসটারস্ কার্টেল লিঃ

১৯৮/১, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা—২৯

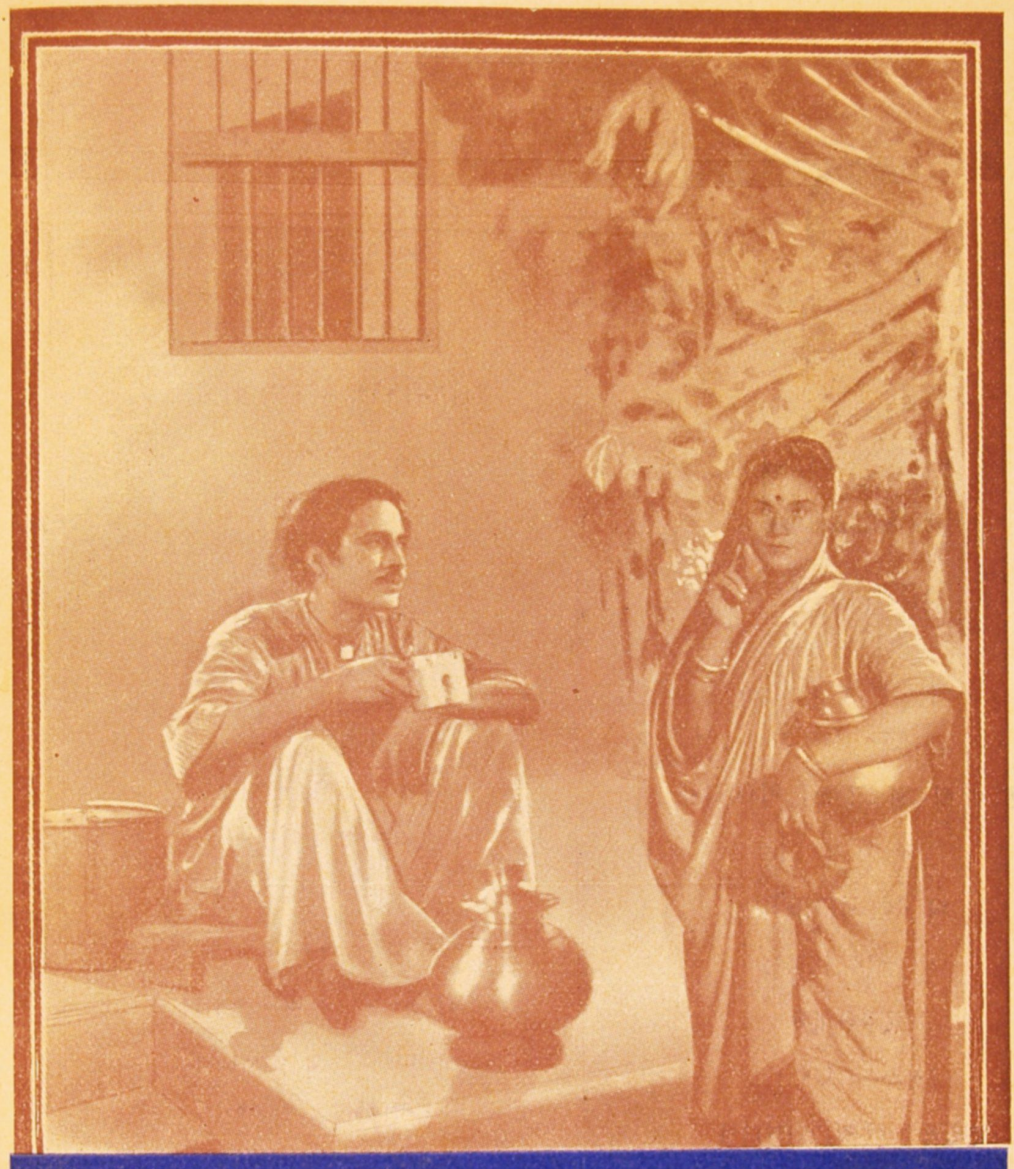

তারাশঙ্করের

কবি

চিত্র-মায়ার নিবেদন

প্রযোজনা ও পরিচালনা • দেবকীকুমার বসু

এম. পি, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

বিদুষী ভার্য্যা

কাহিনী—**উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**নরেশ মিত্র**

সহযোগী পরিচালক—**প্রভাত মিত্র**　　গীতিকার—**শৈলেন রায়**

সুরশিল্পী—**রবীন চট্টোপাধ্যায়**

*

চিত্রশিল্পী—**বিভূতি লাহা**
শব্দযন্ত্রী—**যতীন দত্ত**
কর্ম্মসচিব—**বিমল ঘোষ**

সম্পাদক—**কমল গাঙ্গুলী**
শিল্প নির্দ্দেশক—**সত্যেন রায় চৌধুরী**
ব্যবস্থাপক—**অমর ঘোষ**

*

—সহকারীগণ—

পরিচালনায়—দেবাংশু মুখার্জ্জী
চিত্রগ্রহণে—বিজয় ঘোষ, শরদিন্দু ব্যানার্জ্জী
শব্দ ধারণে—তরণী রায়, অনিল তালুকদার
ব্যবস্থাপনায়—সুবোধ পাল, পূর্ণেন্দু মুখার্জ্জী

কারুশিল্পে—গৌর পোদ্দার
আলোক সম্পাতে—সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামসিং
রূপসজ্জায়—বসির, মুন্সি, রমেশ

সঙ্গীত পরিচালনায়—**উমাপতি শীল**

*

চিত্র পরিস্ফুটন—ফিল্ম সার্ভিসেস্ লেবরেটরী　　যন্ত্র ব্যঞ্জনা—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
স্থির চিত্রগ্রহণ—ষ্টার ফটো সার্ভিস্

*

—কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত—

*

—পরিবেশন—

ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

রূপায়ণে

মলয়া সরকার
কবিতা সরকার
পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নরেশ মিত্র
প্রভা
সুহাসিনী
সন্ধ্যা
লীলা
তারা ভাদুড়ী
নিরুপমা
যমুনা
শিবশঙ্কর সেন
রবি রায়
তুলসী চক্রবর্ত্তী
কুমার মিত্র
পুরু মল্লিক
শিশির বটব্যাল
ফণি বিদ্যাবিনোদ
ম্যালকম
কালী গুহ
সন্তোষ দাস
আদিত্য ঘোষ
মধুসূদন চ্যাটার্জ্জী
গোপাল দে
শিবু
নকুল
এবং আরও অনেকে

গল্পাংশ

তিন তিন বার ম্যাট্রিক ফেল করা জমিদারপুত্র দিবাকরের বড়ো ভয় বিদুষী মেয়েদের। ভয়টা অবশ্য তাদের দেখে নয়, তাদের বিয়ে ক'রে ঘরে নিয়ে আসার।

তাই যখন ছোটো ভাই নিশাকর একটি ম্যাট্রিক পাশ মেয়ের সঙ্গে তা'র বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এলো, তখন সে এলাহাবাদে দিদির বাড়ী গিয়ে প্রাণ বাঁচায়!......কিন্তু বিধাতা-পুরুষ বোধ হয় অলক্ষ্যে ব'সে হেসেছিলেন।

দিদির বাড়ীতে 'প্রবাসী সম্মেলনে' ভগ্নীপতির এম, এ, পাশ ছাত্রী যূথিকার গানের সঙ্গে দৈবক্রমে তা'কেই সেতার বাজাতে হ'লো। আর সেই সঙ্গে তা'র মনের সেতারও বেজে উঠলো প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। নিজের অজ্ঞাতেই সে হৃদয়-দান ক'রে বসলো। দিদির মুখে পরে শুনতে পেল, যূথিকার সঙ্গেই তাঁরা দিবাকরের বিয়ের সম্বন্ধ ক'রছেন।—অবশ্য যূথিকার দেহ সৌষ্ঠব ও সুকণ্ঠ ছাড়া দিবাকরের পাশে দাঁড়াবার মতো আর কোনো যোগ্যতাই নেই। লেখাপড়ার দিকটা একটু ক্ষমা ক'রে নিতে হ'বে—এই অস্বচ্ছলতার দিনে মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো তো সহজ কথা নয়!—ইত্যাদি। দিবাকরের পক্ষে এর চেয়ে শুভ-সংবাদ আর কী হ'তে পারে? যেমনটি সে চেয়েছে যূথিকা ঠিক তেমনটি ই। নিশাকরের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে ফেললো যূথিকাকে।

কিন্তু সব প্রকাশ হ'য়ে পড়লো নতুন বৌ নিয়ে ফেরবার পথে ট্রেনে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। যূথিকার এম, এ, পাশ জানতে পেরে দিবাকরের মন ক্ষোভে ধিক্কারে ভ'রে ওঠে। যূথিকাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কেন সে একথা বিয়ের আগে প্রকাশ করে নি'। যূথিকা জবাব দেয়—'পাছে তোমায় না পাই, সেই ভয়ে!'

মনসাগাছার পরিবেষ্টনীতে যূথিকা তা'র বধূ-জীবনের সবখানিই পায়, পায় না শুধু স্বামীর সহজ সরল প্রাণ-খোলা ব্যবহার। সে বারবার দিবাকরকে জানায়—অতি তুচ্ছ তা'র এম, এ, পাশের ডিগ্রী তাদের ভালোবাসার কাছে। কিন্তু সব স্বপ্ন তার ভেঙে যায়...অশিক্ষিতা মনে ক'রে দিবাকর একদিন যে ভালোবাসা তা'কে দিয়েছিল, আজ তাকে বিদুষী জেনে দিবাকরের সে উচ্ছ্বাস আর নেই। দিবাকরের দৃঢ় বিশ্বাস যূথিকার কাছে সে সব বিষয়েই ছোটো; এ কথা সে আরো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে তা'র সঙ্গে আর তা'র বন্ধু এম. এ., পি. এইচ. ডি. উপাধিধারী নিশীথদা'র সঙ্গে যূথিকার কথাবার্তার তারতম্যে...এ যেন তা'র বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে চাওয়া!

যূথিকা কিন্তু বিদুষী স্ত্রী হ'য়ে থাকার চাইতে মনসাগাছার অভিজাত্য-সম্পন্ন আদর্শ জমিদার বাড়ীর কুলবধূ হ'য়ে থাকাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করলো। কুলদেবতা গোবিন্দজীর সেবায় যখন সে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ ক'রেছে, তখনই তার কানে এলো দিবাকরের কালো-মাণিক প্রীতির কথা...কালো-মাণিক গ্রামেরই এক শ্যামবর্ণা অশিক্ষিতা কিশোরী—নাম তা'র শিবানী। দিবাকর কী উদ্দেশ্যে তা'কে পড়াবার ভার সানন্দে গ্রহণ করলো তা' সেই জানে...কিন্তু গ্রামের মাতব্বর ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও তা'র দলবল একথা নিয়ে কাণাঘুষা ক'রতে লাগলো। তিক্ততার মধ্যে দিয়ে যূথিকারও তা' কানে এসে পৌছুলো। বিদুষী হ'লেও সে নারী, মন তা'র অভিমানে ভেঙে পড়লো। একদিন সে স্বামীর মন পাবার আশায় তা'র সকল বিদ্যার গৌরব গোপনে গোবিন্দজী'র চরণে বিসর্জন দিয়েছিল: আজ তাই স্বামীকে স্বেচ্ছায় শিবানীর সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়ে মনসাগাছা থেকে চির-বিদায় নিলো বিদুষী ভার্য্যা।

কিন্তু যে ভুলের ফলে এই স্বপ্নভঙ্গ—তা'র প্রায়শ্চিত্ত কী সে একাই ক'রবে? গুণ যা'র কাল হ'লো সে পতিব্রতার অনুপম ত্যাগের মহিমা কী চিরকাল দিবাকরের অগোচরেই থেকে যাবে?

এর-ই জবাবে ছবিখানির পরিণতি উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে!

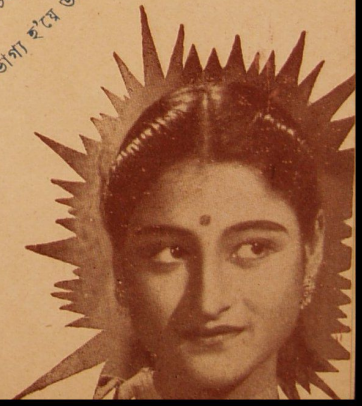

সঙ্গীত

(১)

আজিকে বসন্ত এলো—
পাখী বলে মোর গান গাই গো,
ফুল বলে আঁখ মেলি তাই গো,
আজিকে বসন্ত এলো—
মন বলে আমি দিশাহারা যে,
হে নূতন তুমি দিলে সাড়া যে,
তোমারি গানের আগুণে
আমারে জ্বালাতে আমি চাই গো।

আজিকে বসন্ত এলো—
পুরাণো দিনেরে চাই ভুলিতে—
ঝরা পাতা যাক্ ঝরে ধূলিতে,
ভুল হোক তবু এই ভুল গো,
মোর মনে ফোট'লো যে ফুল গো,
বুকে মোর রক্ত নাচে
মোর মাঝে আমি আর নাই গো।

(২)

পরাণের মাঝে পিয়ার বসতি, তবু হিয়া মোর জ্বলে,
আমি নয়নের জলে পারিনা নিভাতে হৃদয়ের অনলে।
আমারে জ্বালো—
সেই ভালো বঁধু আমারে জ্বালো,
ওগো ও নিঠুর, ওগো ও মধুর
তীব্র দহনে আমারে জ্বালো।
তোমারে যা দিতে ব্যথা লাগে চিতে,
(সেই) আমার আমিরে জ্বালো জ্বালো।

পরাণ ভরিয়া অনুতাপ দাও আঁখি ভরে দাও জলে,
যেন দুখের সায়রে অমলিন প্রেম ফোটে সহস্র দলে।
(জানি) অশনির ভয়ে ভোলেনা চাতকী
স্নিগ্ধ শ্যামল মেঘে,
(আর) প্রেমের গরবে ব্যথা পেয়ে রাই
ব্যথা ভুলে রবে জেগে,
আমার সবার চেয়ে যে বড় সত্য তুমি তাই—তুমি তাই,
(আজি) হৃদয়ের জ্বালা মালায় গাঁথিয়া,
তোমারে পরাবে রাই।

(৩)

হারিয়ে যাবার দল যে ওরা চলে যাওয়ার দল,
বাঁধন ছেঁড়া দিনগুলি মোর হায়—
রাঙ্গিয়ে যাবার ছলে ওরা কাঁদিয়ে যেতে চায়।
দু'হাত ভরে যতই তুলি
শুধুই ওরা হয় যে ধুলি,
ফুলের বুকে শিশির ওরা, ছোঁয়ার আগে হায়
ধূলায় মিশে যায়।

ওরা আমার স্বপন পাখী যেন—
ধরতে গেলে হৃদয় শুধু হার মানে,
অস্তরাগের বাঁশীর সুরে সূর্য্যধেণু ফিরে—
আকাশ তারে বাঁধতে নাহি জানে।
যে দিন আমার হোল মিছে,
হৃদয় ঘোরে তাপ্পি পিছে,
পাবার যা নয় তারি লাগি আকুল তিয়াষায়
পরাণ শুধু ধায়।

(৪)

ভালো লাগে নূপুরের রুমঝুম,
পলাশের রাঙা ঠোঁটে কুমকুম,
আকাশের আঙ্গিনায়, তারাফুল ফোটে হায়,
চেয়ে চেয়ে চোখে মোর নেই ঘুম।
ভালো লাগে ফুলে ফুলে হাসি গো,
আরো ভালো ভেসে আসা বাঁশী গো,
যেথানে মাঠের শেষে, সবুজে সুনীলে মেশে,
আরো ভালো দুপুরের নিঃঝুম।

ভালো লাগে বৈকালী হাওয়াতে,
কোকিলের মুহু মুহু গান,
আরো ভালো চৈতালী ছাওয়াতে,
মালতীর কেঁপে ওঠা প্রাণ।
ভালো লাগে আপনার মাধুরী,
মনে মনে শুনি তার বাঁশুরী,
চাঁদ মোরে ডাকে হায়, ফুল বলে কাছে আয়,
'সাথী মোর বনের কুসুম।

(৫)

কাছে পেয়ে তোমারে হারাই,
মন কাঁদে হায় গো, মন কাঁদে হায়।
জানিনা পরাণ মম
আজি কি যে চ'য় গো, আজি কি যে চায়।
তুমি তো জ্বেলেছ দীপ—মোর চোখে আঁধি,
তোমারে যা দিতে বাধে তাই নিয়ে কাঁদি—
হৃদয়েরে কাছে পেয়ে
হিয়া যে হারায় গো, হিয়া যে হারায়।

হায়রে প্রেমিক তোর ভিখারীর ক্ষুধা,
মিটিল না তৃষা তোর কাছে পেয়ে সুধা,
নিজেরে না ভুলিলে কি—
ভালবাসা যায় গো, ভালবাসা যায়।
মরুতে ফোটাতে ফুল কেন এলে তুমি,
ফুলের কি দাম দেবে এই মরুভূমি,
জলেতে আঁকিলে ছবি
চকিতে মিলায় গো, চকিতে মিলায়।

(৬)

দুখ যাত্রীর ঘুচিবে রাত্রি টুটিবে তিমির অন্ধ,
ওরে দিশাহারা হবে নাকো হারা প্রাণের পুলক ছন্দ!
সুখ দুখ আসে আলোকে আঁধারে
কভু হাসি হয়ে কভু আঁখি ধারে,
পরাণের ধূপ না পোড়ালে হায়,
জাগিবে না তোর গন্ধ।

টুটিবে দ্বন্দ্ব পরমশান্তি আঁধারে মিলাবে স্পর্শ,
তোর নবজনমের উদয় শিখরে জাগিবে পরম হর্ষ।
আনন্দে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে
শুধাবে তোমার কুঞ্জে কুঞ্জে,
বসন্ত তোরে ধরা দেবে জানি, হিম ঋতু হবে অন্ত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড-এ মুদ্রিত ও এম, পি, প্রোডাকসন্সের পক্ষ হইতে শ্রীরণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

2 ANNAS
INDIA
1949
বিদুষী ভার্য্যা